টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Regd. No. C 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
(দাদাঠাকুর)

আবশ্যক

আহিরণ হেমাঙ্গিনী বিদ্যায়তন হাই স্কুলের জন্য ডেপুটেসন ভ্যাকানসীতে একজন স্নাতক শিক্ষক প্রয়োজন। ৩-৮-৭২ তারিখ মধ্যে সার্টিফিকেটের অবিকল নকল সহ দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে।

সম্পাদক
পোঃ আহিরণ, জেলা মুর্শিদাবাদ

৫৯শ বর্ষ
১১শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ১০ই শ্রাবণ, বুধবার, ১৩৭৯ সাল।
২৬শে জুলাই, ১৯৭২

নগদ মূল্য : ১০ পয়সা
বার্ষিক ৪৲, সডাক ৫৲

জঙ্গিপুর ডাকঘরে টেলিগ্রাফ নাই কেন ?

জঙ্গিপুর পৌরসভার ভাগীরথীর দুই তীরে রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুর শহরে দুইটি বড় ডাকঘর আছে। দুইটিই 'লোয়ার সিলেকশন গ্রেডে'র অর্থাৎ দুইটিই সমমর্য্যাদাসম্পন্ন অফিস। কিন্তু রঘুনাথগঞ্জ ডাকঘরে টেলিগ্রাফ আছে জঙ্গিপুরে নাই। যে সব টেলিগ্রাম জঙ্গিপুরের ঠিকানায় আসে তা রঘুনাথগঞ্জের টেলিগ্রাম পিওন মারফৎ বিলি হয়। কিন্তু টেলিগ্রাম মনিঅর্ডার যেগুলো আসে সেগুলো ডাক বিভাগের নিয়মানুযায়ী জঙ্গিপুর ডাকঘরে পাঠানো হয় তারপর ওখানকার পিওন মারফৎ বিলিব্যবস্থা হয়।

জঙ্গিপুর শহর ও তার আশেপাশের গ্রামের অধিকাংশ লোকই নানা কাজ-কারবারে বিদেশে থাকেন এবং তাঁরা টাকা পয়সা বাড়ীতে টেলিগ্রাম মনিঅর্ডারযোগে পাঠান। কিন্তু সে সমস্ত মনিঅর্ডার তাড়াতাড়ি বিলি হয় না। জঙ্গিপুর শহরে টেলিগ্রামের সংখ্যা বেশী হওয়া সত্ত্বেও ডাক বিভাগ এ সম্বন্ধে উদাসীন কেন জানিনা। জঙ্গিপুর ডাকঘরে টেলিগ্রাফের ব্যবস্থা করলে এই অব্যবস্থা দূর করা সম্ভব। জঙ্গিপুর শহরে টেলিফোন থাকায় ডাক বিভাগকে নদীপথে তার পারাপারে কোন অসুবিধা ভোগ করতে হবে না। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে দৃষ্টি দিলে জঙ্গিপুরের জনসাধারণ খুবই উপকৃত হবেন।

জঙ্গিপুর মুনিরিয়া হাই মাদ্রাসার তহবিল তছরুপের মামলা জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেটের রায়ে বিচারাধীন রহিল

জঙ্গিপুর মুনিরিয়া হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক শ্রীসাহাদত হোসেন ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে জঙ্গিপুর মহকুমা জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে জঙ্গিপুর মুনিরিয়া হাই মাদ্রাসার তহবিল তছরুপের অভিযোগে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪০৯ ধারা মতে যে জি, আর, ৮৩৫/৬৯নং মোকর্দ্দমা বহুদিন থেকে [illegible]রাধীন ছিল। কিছুদিন পূর্ব্বে পুলিশ উহার ফাইনাল রিপোর্ট দাখিল করেন। কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট উক্ত রিপোর্টে সন্তুষ্ট না হওয়ায় সমগ্র অনুসন্ধান রিপোর্টের [illegible]রী দাখিল করিতে পুলিশ পক্ষকে আদেশ দেন। সমগ্র রিপোর্ট দেখিয়া তিনি গত ২২শে জুলাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে পুলিশের রিপোর্টেই মোকর্দ্দমা চলার পক্ষে যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান আছে এবং সে কারণে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪০৯ ধারা মতে শ্রীহোসেন ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে মোকর্দ্দমা চলিবে বলিয়া আদেশ দেন।

ট্রাফিক জ্যাম

যানবাহন চাঞ্চল্যে ভরপুর ৩৪নং জাতীয় সড়ক কয়েকদিন প্রায় বন্ধ ছিল। ফরাক্কা থানার দুর্গাপুরের কাছে দুইটি ট্রাক উল্‌টিয়ে নাকি এই বিপত্তি। পথ চলতে দুর্ঘটনা তো আছেই তাই বলে দুর্ঘটনায় পতিত ট্রাক দুইটিকে সরাতে সংশ্লিষ্ট ভ্যান আসতে যথেষ্ট বিলম্ব হওয়ায় এই গুরুত্বপূর্ণ সড়কে যানবাহন চলাচল প্রায় ছত্রিশ ঘণ্টা মত বন্ধ ছিল।

স্থানীয় ছাত্র পরিষদ ও যুব-কংগ্রেসের সঙ্গে এম, এল, এ-এর গণ্ডগোল মিটল

আজ বেশ কিছুদিন যাবত জঙ্গিপুরের এম, এল, এ-এর সাথে স্থানীয় ছাত্র পরিষদ ও যুব-কংগ্রেসের কর্মীদের মনোমালিন্য চলছিল। তারই পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৪শে জুলাই প্রদেশ যুব-কংগ্রেসের সভাপতি সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলা কংগ্রেস সভাপতি ডাঃ আজিজুর রহমান, জেলা ছাত্র পরিষদ সভাপতি সুব্রত সাহা, স্থানীয় এম, পি লুৎফল হক প্রমুখ নেতৃবৃন্দ জঙ্গিপুরের এম, এল, এ ও স্থানীয় যুব ছাত্র নেতাদের সাথে এক ঘরোয়া বৈঠকে মিলিত হন। উভয় পক্ষ এই ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন ও প্রীতিপূর্ণ আলোচনার মধ্যে সমস্ত গণ্ডগোলের অবসান ঘটে। বিকেল ৪টায় স্থানীয় ম্যাকেঞ্জি হলে এক কর্ম্মী সমাবেশে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ভাষণ দেন। তিনি বলেন—কংগ্রেস সংগঠনের মধ্যে দলাদলি বা বিভেদের সৃষ্টি হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। আমাদের একতায় ভাঙন ধরলে এই সংগঠন আবার পূর্ব্বের মত দুর্বল হয়ে পড়বে।

ডাকাতি

সাগরদীঘি, ২০শে জুলাই—গতকাল গভীর রাত্রে এই থানার সনকাডাঙ্গা গ্রামে শ্রীতপেশ মণ্ডলের বাড়ীতে একদল সশস্ত্র ডাকাত হানা দিয়ে কিছু নগদ টাকা, ৯ ভরি সোনার গহনা এবং প্রায় দু-হাজার টাকা মূল্যের চাল-গম ও বাসনপত্র নিয়ে যায়। ডাকাতদল গৃ[illegible]ীকে মারধোর করে এবং পালাবার সময় ৫[illegible] ফাটাই।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১০ই শ্রাবণ বুধবার সন ১৩৭৯ সাল।

॥ এই অপঘাত বন্ধ করিতেই হইবে ॥

এই রাজ্যের বেকার সমস্যা সমাধানের বিষয়টি শুধু কথার ফানুস ছাড়া আর কিছু নয় বলিয়া মনে হয়। পশ্চিমবঙ্গের দুর্গত জনসাধারণ বরাবরই 'কোথায় শান্তি কোথায় শান্তি' করিয়া যখন যে দলকে পাইয়াছেন, বরণ করিয়াছেন গদীতে এই আশায় যে, রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিবে, রাজ্যে বেকারত্ব দূর করিবার আন্তরিক ও সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা চালান হইবে, দেশের অর্থনীতির দিকে মনোযোগ দেওয়া হইবে, এখানে যে সব রক্তশোষক বাদুড় রহিয়াছে, ক্রমশঃ তাহাদের শোষণকার্যে ছেদ টানা হইবে। এক কথায় স্বাধীনতাপ্রাপ্তির 'বাই-প্রোডাক্‌টীয়' জটিল সমস্যাদির সমাধান করা হইবে রাতারাতি নয়, ক্রমে ক্রমে। কিন্তু আশামরীচিকায় সবই বহুদূরে সরিয়া গিয়াছে বা যাইতেছে। কোন দলই শাসনভার পাইয়া যোগ্যতা দেখাইতে পারিলেন না। কংগ্রেস বা অকংগ্রেস সরকার—সকলেই আপন 'বিষণ্ণমূর্ত্তি' দেখাইয়াছেন। অর্থাভাবেই যে এইরূপ হইয়াছে, তাহা নয়; বাস্তবানুগ উপযুক্ত পরিকল্পনার অভাব,—যে কার্যসূচী দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হইবে, তাহা কাহারও এ যাবৎ দেখা গেল না। মন্ত্রিত্ব রাখার প্রচেষ্টাই যদি প্রবল হয়, তবে প্রকৃত উন্নয়নের এবং জনগণের সার্বিক কল্যাণের দিকে মন দিবার সময় থাকে না।

চিন্তা-ভাবনা নয়, বিরাট দুর্ভাবনার বোঝা মাথায় লইয়া আমরা আছি। এই দুর্ভাবনার প্রধান শরিক রাজ্যের বেকারত্ব। বাহাত্তরী রাজ্য-সরকারের শিল্পমন্ত্রীর কাছে আমাদের অনেক আশা ছিল। তিনি হঠাৎ মন্ত্রী নন, 'ঋতু-উত্তীর্ণ' (সীজনড্)। নূতন কর্মকালে তিনি অনেক ভাল ভাল কথা বলিয়াছেন। ভাবা গিয়াছিল, বেকারত্বের সুরাহা হইবে। কিন্তু প্রকৃত চিত্র ভিন্নরূপ।

রাজ্য শিল্পমন্ত্রী তাঁহার ১৪০০ কোটি টাকার এক পরিকল্পনার কথা আমাদের আগে শুনাইয়াছেন এবং তাহার উপর আমরা ইতিপূর্বে আমাদের বক্তব্য রাখিয়াছি। সম্প্রতি শিল্পমন্ত্রী কেন্দ্রের কাছে এক ফর্দ দাখিল করিয়াছেন। (এক) দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার উৎপাদন বাড়ান হোক। (দুই) হলদিয়ায় জাহাজ নির্মাণ কারখানা স্থাপনের যে প্রস্তাব আছে, সেখানে আশি হাজার হইতে এক লক্ষ টনী জাহাজ তৈয়ারীর ব্যবস্থা থাকুক। (তিন) হলদিয়া তৈল শোধনাগারের 'ক্যাপাসিটি' ৭০ লক্ষ টন করা হোক। শিল্পমন্ত্রীর এই প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট-কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের কাছে এবং প্রত্যেক প্রস্তাবের লক্ষ্য রাজ্যের বেকারত্বমোচন। প্রস্তাবগুলির উত্তর শিল্পমন্ত্রী পাইয়া গিয়াছেন। যেমন প্রথম ক্ষেত্রে ইস্পাতমন্ত্রী শ্রীমোহন কুমারমঙ্গলম বলিয়াছেন যে, দুর্গাপুরের কাজ বাড়ান তখনই ভাবা যাইবে যখন সেখানকার অবস্থার উন্নতি ঘটিবে। দ্বিতীয়তঃ শ্রীরাজবাহাদুর জানাইছেন যে, হলদিয়ায় জাহাজ নির্মাণ কারখানা স্থাপনের বিষয়টি এক বি[illegible] কমিটি বিচার বিবেচনা করিতেছেন। তৃতীয়তঃ তৈলমন্ত্রী শ্রীগোখলের মতে হলদিয়ার তৈলশোধন সামর্থ্য ক্রমে ক্রমে বাড়ান যাইবে। এখনকার ২৫ লক্ষ টন ১৯৭৭ সাল নাগাদ ৩৫ লক্ষ টন করিবার লক্ষ্যমাত্রা হইবে এবং তাহা পরে ৭০ লক্ষ টনে দাঁড়াইবে। শিল্পমন্ত্রী এই সব উত্তর পাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন বলিয়া মনে করিবার কোন হেতু নাই। কারণ সোজা 'না' বলিবার পরিবর্তে বেশ ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ওই একটি নঞর্থক অব্যয়ের ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। তাই অদূর ভবিষ্যতে এই সব হইবার নয়।

সেইজন্য মনে হওয়া স্বাভাবিক যে,

১) দুর্গাপুরের অবস্থার স্বাভাবিকত্ব আসিতে আসিতে—

২) জাহাজ নির্মাণ কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব বিশেষজ্ঞ কমিটি বিবেচনা করিতে করিতে—

৩) তৈল শোধনের ক্ষমতা ৭০ লক্ষ টন হইতে হইতে—

এই রাজ্যের বেকারের দল সুদূর ভবিষ্যতের পরিকল্পনাচাপে পিষ্ট হইয়া একদিন বলিতে পারিবেন—'দাঁত বাঁধায়ে কলপ লাগায়ে যুবা হনু একদম'। কাজেই বেকারত্ব দূরীকরণের নব নব উদ্ভাবিত পন্থায় তৃপ্তির আনন্দ একপক্ষে থাকিলেও বেকারদের কিন্তু স্বস্তির কারণ নাই।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আমরা প্রাদেশিকতাদোষে দুষ্ট হইতে পারি—এই আশঙ্কায় বলিতে পারি না বাংলায় বাঙালীদেরই কর্মের সংস্থান হইবে যদিচ অন্য প্রদেশবিশেষের মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ্যে বলিতে পারেন তাঁহার দেশে ওই প্রদেশ-বাসীরাই চাকুরী পাইবেন। পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন শিল্পোদ্যোগ অবাঙালীর কবজায়। তাঁহাদের অধীনে বাঙালী কর্মীসংখ্যা নগণ্য। বঙ্গেতর যুবকেরা এই সব কল-কারখানা-অফিসে নিযুক্ত হন। পশ্চিমবঙ্গের চটকলগুলি অবাঙালী মিল-মালিকদের প্রচুর মুনাফালাভের এবং পাটজাত দ্রব্য রপ্তানীর দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকারের বৈদেশিক মুদ্রার্জনের প্রশস্ত ক্ষেত্র। অথচ এই চটকলগুলিতে শতকরা ৯০ জন শ্রমিক অবাঙালী। অদৃষ্টের পরিহাসে বাঙালীর প্রবর্তনায় টাটা কারখানা আজ বাঙালী কর্মী নিয়োগ করে না; সেখানকার চাকুরীর আবেদনপত্রে বিহারীরাই কাজের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন এইরূপ লেখা আছে বলিয়া শুনিতেছি এবং এক বিশেষ কর্মী নিযুক্ত রহিয়াছেন যিনি দেখিবেন ওই কারখানায় কর্মী নিয়োগ দ্বারা স্থানীয় স্বার্থ রক্ষিত হইতেছে কি না। এক রহস্যময় অজ্ঞাত কারণে দুর্গাপুর অ্যালয় ষ্টীল প্ল্যান্টে বাঙালী-কর্মী কাজ পাইতেছেন না বলিয়া শুনিতেছি।

এমত অবস্থায় রাজ্য শিল্পমন্ত্রী কি আর করিতে পারেন? অবাঙালী শিল্পপতিদের জানাইতে পারেন যেন বাঙালী বেকার যুবকদের চাকুরীতে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। আর তাঁহারাও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া আপন মতলব-মাফিক চলিতে পারেন। বস্তুতঃ সরকার আজ মিলমালিক পুঁজিপতিদের হাতের মুঠায়।

এই রাজ্যের স্বার্থে, বাংলা ও বাঙালীর ভবিষ্যতের স্বার্থে এখনই রাজ্য-পরিচালকদের শক্ত হাতে ও শক্ত মনে কাজ করিবার দিন আসিয়াছে। পরবর্তী নির্বাচনে বড়বাজার এলাকার মদত মিলিবে কি না অথবা শিল্পাঞ্চল হইতে অবাঙালীদের সমর্থন পাওয়া যাইবে কিনা এইসব ভাবিয়া আজ যে ডালে বসিয়া আছি, সেই ডাল কাটিতে থাকিলে আর কিছু না হইলেও অপঘাতে বাঙালীর মৃত্যু কেহ রোধ করিতে পারিবে না। এত দুশ্চিন্তা ভাবনা কর্ণধারদের থাকিবে না, অন্যের হইবে—ইহা বাতুলের বিশ্বাসমাত্র।

সিমলা বৈঠকের পরিপ্রেক্ষিতে

—চুনিলাল গুপ্ত

'২৮শে জুন থেকে ২রা জুলাই' এই কয়েকটা দিনকে ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের ইতিহাসে একটা বিভাজন রেখা বলা যায়। যে ব্যক্তির মুখ থেকে ভারতের সঙ্গে হাজার বছর যুদ্ধ করার হুমকি বেরোত সেই ব্যক্তিরই মুখ থেকে এখন হাজার বছর শান্তির প্রয়োজনীয়তার ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে। যিনি গরম ছিলেন, তিনি আজ নরম হয়েছেন। যিনি ধৈর্য্য হারিয়ে আবোল-তাবোল বকছিলেন, তিনি এখন ধৈর্য্যকে সম্বল করে নিজের বক্তব্যে সংযত ও মার্জিত ভাষার প্রয়োগ করছেন। এত বড় পরিবর্ত্তনের মাঝে আছে শুধু '২৮শে জুন থেকে ২রা জুলাই'—এই ক'টা দিন।

এই ক'টা দিন সিমলায় ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সরাসরি বৈঠক হ'লো, আলোচনা হ'লো নিজেদের সমস্যাগুলি নিয়ে এবং বৈঠক শেষে চুক্তি হ'লো। এই চুক্তি উভয় দেশই যথাযথভাবে পালন করবে বলে উভয় দেশই অঙ্গীকার বদ্ধ হয়েছে। প্রধানতঃ ভারতের উদ্যোগেই ভারত পাকিস্তান-সমস্যাবলীর সমাধানের জন্য সিমলায় শীর্ষ বৈঠকটি সম্ভব হয়েছে।

স্বাধীনতার পর থেকেই এই দুই দেশের সম্পর্ক 'ভাল ছিল' এ কথা কখনই বলা চলে না। শান্তিপূর্ণ ভাবে এবং দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে পাকিস্তানের সঙ্গে নিজেদের সমস্যাগুলি মিটিয়ে ফেলার জন্য ভারত বহুবার প্রকাশ্যে পাকিস্তানকে প্রস্তাব দিয়েছে। কিন্তু পাকিস্তানের কাছ থেকে উপযুক্ত সাড়া পাওয়া যায় নি। বরং সমস্যা সমাধানের পথ হিসাবে পাকিস্তান হুমকি এবং শক্তি প্রয়োগকেই বেছে নিয়েছিল। ফলে বিগত ২৫ বছরে বেশ কয়েকবার ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সংঘর্ষ ও যুদ্ধ হয়ে গেছে। এতে সমস্যার সমাধান তো হয়ই নি বরং সম্পর্কের অবনতিই ঘটেছে। সম্পর্কের চরম অবনতি আসে বিগত ডিসেম্বরের যুদ্ধে —যাতে পাকিস্তানের চরম বিপর্য্যয় ঘটেছে। কিন্তু বিপর্য্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানের বোধোদয়ও হয়েছে। দেরীতে হলেও পাকিস্তান আজ বুঝেছে যে সে ভুল পথেই এতদিন হাঁটছিল। তাই সে আজ বন্দুক ছেড়ে বৈঠককেই সমস্যাবলী সমাধানের জন্য বেছে নিয়েছে।

যে কোনও চুক্তি সাধারণতঃ সমস্যার সমাধান-কল্পে অথবা ভবিষ্যৎ সম্পর্ককে নিজেদের ইপ্সিত করে তোলার জন্যই হয়ে থাকে। সিমলা চুক্তিও এর ব্যতিক্রম নয়। সিমলা চুক্তি বড় রকমের কোনও ফলাফল দিতে না পারলেও পাকিস্তানকে বাস্তবমুখী করে তুলেছে। সেটা বড় কম সাফল্য নয়। কারণ বহু চেষ্টাতেও পাকিস্তানকে এতটা বাস্তবমুখী করে তোলা যায় নি। এখন পাকিস্তান সিমলা চুক্তির মাধ্যমে অঙ্গীকার বদ্ধ যে সমস্যা সমাধানের জন্য সে ভারতের সঙ্গে আলোচনায় বসবে। গত ডিসেম্বরের যুদ্ধের পর পাকিস্তান এমন এক অবস্থায় পড়েছিল যে ভারতের সঙ্গে চুক্তি করে একটা রফায় না আসা পর্য্যন্ত তার গত্যন্তর ছিল না। ভারত এই সুযোগ নিয়ে নিজের স্বার্থসিদ্ধি অনেকাংশেই করতে পারতো। কিন্তু তা করে নি। বরং সিমলায় নমনীয় মনোভাব গ্রহণ করে পাকিস্তানকে সসম্মানে দাঁড়াতে সুযোগ দিয়েছে। এমন কি চুক্তিকে সফল করতে ভারত কাশ্মীর প্রশ্নে নিজের বক্তব্য এবং দাবী থেকে অনেকটা সরে এসেছে। সিমলা বৈঠকে গত ১৭ই ডিসেম্বর যে নতুন যুদ্ধ-বিরতি রেখা তৈরী হয়েছে তাকেই উভয় রাষ্ট্র স্বীকৃতি দেবে এবং ১৯৪৯ সালের যুদ্ধ-বিরতি রেখার অবসান ঘটবে। এমন কি শোনা যাচ্ছে এই নতুন যুদ্ধ-বিরতি রেখাকেই ভারত আন্তর্জাতিক সীমানা বলে চিহ্নিত হতে দেখতে চায়। যদি এটা সত্যি হয় তবে বুঝতে হবে যে পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীরের উপর থেকে ভারত নিজের দাবী তুলে নিচ্ছে। এর আসল উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই শান্তিকামী ভারত শান্তি চায়। ভারত বিজয়ীর মনোভাব নিয়ে বৈঠকে বসেনি, বরং বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব নিয়েই পাকিস্তানের সঙ্গে সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছে।

এই চুক্তি ভারত ও পাকিস্তানের সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য ভবিষ্যতে অনুরূপ বৈঠকের পরিবেশ তৈরী করলেও উভয় দেশের সম্পর্ক শান্তিপূর্ণ ও ঘনিষ্ঠতর হবে কিনা তা নির্ভর করছে পাকিস্তানেরই উপর। কেন না আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে সমস্যাগুলি মিটিয়ে নেবার মনোভাব পাকিস্তান যতদিন গ্রহণ না করবে ততদিন পর্য্যন্ত কোনও চুক্তিই এই দুই দেশের সম্পর্ককে শান্তিপূর্ণ করতে পারবে না। এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে ১৯৬৬ সালেও তাসখন্দে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে একটা চুক্তি হয়েছিল। ঐ চুক্তির শর্ত্তগুলি যদি যথাযথভাবে পালিত হত তবে তখন থেকেই ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে শান্তি বিরাজ করত এবং সমস্যাগুলিরও একে একে আলোচনার ভিত্তিতে সমাধান হয়ে যেত। কিন্তু ঐ চুক্তিও (তাসখন্দ চুক্তি) ব্যর্থ হওয়ার মূলে রয়েছে ঐ চুক্তিকে অমর্য্যাদা করে পাকিস্তানের বলপ্রয়োগের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের মনোভাব। সুতরাং সমস্যা সমাধানের উপায়ের প্রতি পাকিস্তানের মনোভাব সর্ব্বাগ্রে পাল্টানো দরকার। তবেই সিমলা চুক্তি সফল হতে পারবে। অন্যথায় নয়।

গঙ্গার ভাঙন প্রসঙ্গে

গঙ্গার ভাঙ্গন প্রতিরোধকল্পে গত বছর কুড়ি লক্ষ টাকা ব্যয়ে ফরাক্কা ও ধুলিয়ানের মধ্যে গঙ্গার উপর কতগুলি স্পার নির্ম্মাণ করা হয়। কিন্তু খেয়ালী গঙ্গা নূতন খাতে নূতন পথে অপ্রতিহত গতিতে ভেঙে চলেছে। মহকুমার বিরাট জায়গা গঙ্গা-গর্ভে ইতিমধ্যে বিলীন হয়েছে। ভাঙনের কোপে পড়ে জঙ্গিপুর মহকুমার আটত্রিশ হাজার লোক আজও গৃহহারা।

"Applications are invited from local candidates of municipal area for post of primary teachers on Government scale of pay. Minimum qualification School Final. None need apply freshly who had applied in February last. Applications to reach undersigned on or before 31-7-72."

Gouripati Chatterjee,
Chairman,
Jangipur Municipality.

হর্ষবর্দ্ধন ॥

—শ্রীবাতুলের 'কেন হবে না ?'

পশ্চিমবঙ্গেতর রাজ্যগুলিতে তত্তদ্দেশীয়দের কর্মে নিয়োগ আবশ্যিক, এই রাজ্যে তা হচ্ছে না।

—কেন হবে না ?

* * *

পাট উৎপাদনে ভারতে পশ্চিমবঙ্গের স্থান প্রথম হওয়া সত্বেও এই রাজ্যের পাটচাষীদের স্বার্থ দেখবার জন্যে কেন্দ্রীয় সরকার যে পাট কর্পোরেশন গঠন করেছেন, তাতে বাংলার সরকারী বা বেসরকারী কোন প্রতিনিধি নেই।

—কেন হবে না ?

* * *

দেশের সামগ্রিক উন্নতি যখন কেন্দ্রীয় সরকারের মূল লক্ষ্য, তখন শোনা যাচ্ছে ডি, ভি, সি-র বিদ্যুৎ ভবিষ্যতে কলিকাতাকে দেওয়া হবে না।

—কেন হবে না ?

* * *

বিহারের মুখ্যমন্ত্রী কথার (১৭-৭-৭২) প্রতিধ্বনি তুলে পশ্চিমবঙ্গ মুখ্যমন্ত্রী বাংলায় শুধু বাঙ্গালীরাই চাকরি পাবেন—এখনও বলেন নি।

—কেন হবে না ?

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরানোর পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তুষ্টি দেবে।

• ধুলো, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
• স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
• যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ

চোরাই মালসহ লরী আটক ১ জন গ্রেপ্তার

রঘুনাথগঞ্জ, ২০শে জুলাই—গতকাল রাত্রে রঘুনাথগঞ্জ পুলিশ উমরপুরের মোড়ে গৌহাটীগামী একটি ট্রাক আটক করেন এবং চোরাই কাঁসা, পেতল, এলুমিনিয়াম, ও ৬৭ কেজি তামার টুকরো উদ্ধার করেন। গাড়ীর নাম্বার এ, এস, জেড—২০৬৯। চালককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

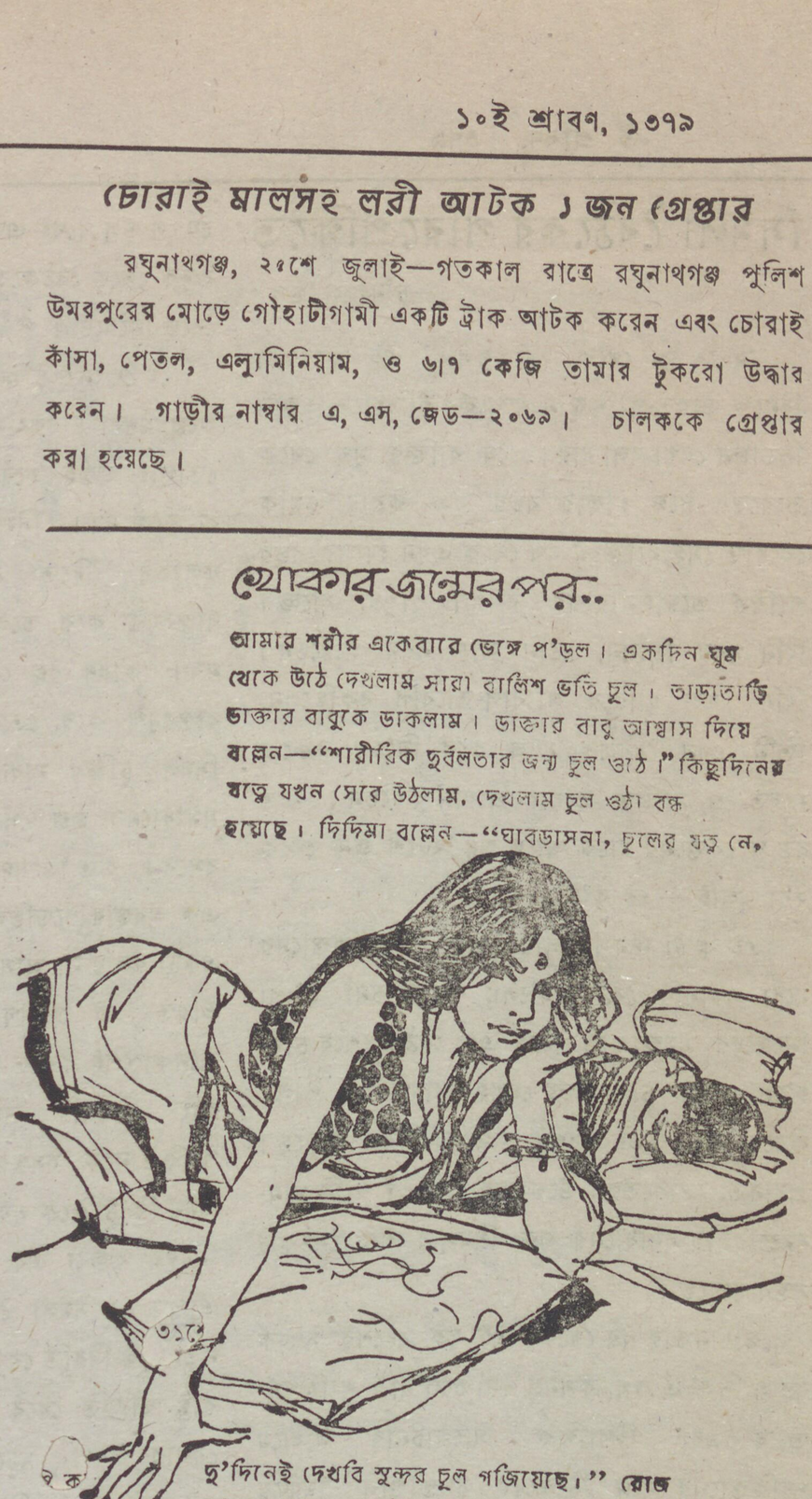

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84.B

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

জঙ্গিপুর সংবাদের ক্রোড়পত্র
১০ই শ্রাবণ, ১৩৭৯ সাল।

জঙ্গিপুরের কড়চা

॥ দোলা দিল নাগরদোলা ॥

সদরঘাটে আলোর রোশনাই। নদীর ধার হতে চোখে পড়ছে তার ঝলমলে রূপ। ঐ তো ওরাই ওখানে। হাসিতে ভরা তাদের মুখাবয়ব। কণ্ঠস্বরে ওদের কলকাকলি আর কলোচ্ছ্বাস। হ্যাঁ, ওরাই তো সেদিন তুলসীবিহারের মেলায় বলেছিল 'জমলো না মেলা। নাগরদোলা আসেনি।' ঐ তো ওরাই নাগরদোলার পাশে ঘুর্ ঘুর্ করছে। পাক খাচ্ছে দোল খাচ্ছে—দোলনার দোদুল দোলায়। বালখিল্য থেকে বৃদ্ধ বালিকা থেকে বৌ—মায় বুড়ি পর্য্যন্ত কেউ তো বাদ যায়নি—এ দোলার শিহরণ অনুভব করতে। পাশেও কম আকর্ষণ নাই—চুল আর চুড়ির (ফলস্) দোকানে। ওখানেও কম ভীড় নাই। দেহের দীনতা ঢাকার আর জৌলুস ভরা ললিত ললাম ভর্ত্তি বিপণিগুলোতে দেখি ষোড়শী হতে পঞ্চাশতীদের সমান আনাগোনা। তারই পাশে বিভ্রান্ত আর অবিশ্বাসের দৃষ্টি নিয়ে বার হচ্ছেন কৃশাঙ্গী এবং স্থূলাঙ্গী কয়েকজন। ওরা বুঝি গেছিলেন আয়নায় মুখ দেখতে। ঠিক ঠিক চেহারার ছোপ পড়েনি ঐ আরশীতে। তাই বুঝি মুখ ভারী করে ফিরছেন ওরা। কিন্তু, ব্যস ঐ পর্য্যন্ত। গোমড়া মুখ, তুবড়ো মুখ আবার হাস্যে আর লাস্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো—দোল খেয়ে নাগরদোলায়।

॥ কালের নীরব সাক্ষী ওরা ॥

সদরঘাটের কৃষ্ণচূড়া ফুলগুলি এবার কী হাসিই না হেসেছে। অপাঙ্গে হেসেছে, বঙ্কিম চাহনিতে হেসেছে, ভ্রূকুটি ক[illegible]হেসেছে, রঙের বাহার ছুটিয়ে অট্টহাস্যে হেসেছে। হাসবে না! ওরা অমন ন্যাড়া হলো কেন? সবল মসৃণ দীঘল দেহ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওরা নীর[illegible]হরীর মতো। ওরা সত্যিই বুড়ো হয়ে গেল? অমন নধর দেহ। অথচ ওরা কিসের বেদনায় যেন পলিতকেশ হয়ে শেষে কেশহীন হলো! ওরা দাঁড়িয়ে আছে নীরব হয়ে চ্যুতকেশ মস্তকে কারমাইকেল রোডের উপর। ওরা পাম্ গাছ। ওরা বুঝি সর্ব্বংসহ। তাই কৃষ্ণচূড়ার অট্টহাসিতেও ওরা অটল এবং অবিচল গম্ভীর এবং অনমনীয়। মাথায় পাতার ঝালর নাই ওদের—কারমাইকেল রোডের উপর ওরা আজ পত্রবিহীন কালের নীরব সাক্ষী।

জঙ্গিপুর মহকুমা শ্রীঅরবিন্দ জন্মশতবার্ষিকী উৎসব কমিটি একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশের জন্য শ্রীঅরবিন্দের জীবন ও দর্শনের উপর চিন্তাপূর্ণ ও মননশীল রচনা নিম্নোক্ত ঠিকানায় আহ্বান করেছেন।

শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী ও শ্রীআশিস রায়
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

জঙ্গিপুর সংবাদের ক্রোড়পত্র
১০ই শ্রাবণ, ১৩৭৯ সাল।

বাউল সঙ্গীত

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনা বিভাগের সহযোগিতায় এবং জঙ্গিপুর মহকুমা তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের পরিচালনায় পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনাকে জনপ্রিয় করার জন্য শ্রীমহীতোষ দাস সম্প্রদায় জঙ্গিপুর মহকুমার বিভিন্ন স্থানে বাউল গান পরিবেশন করেন। তাঁহারা ১৮।৭।৭২ মির্জ্জাপুর শিবরাম স্মৃতি পাঠাগারে, ১৯।৭।৭২ মনিগ্রাম কিশোর সঙ্ঘে, ২০।৭।৭২ রঘুনাথগঞ্জ যুবক সঙ্ঘে এবং ২১।৭।৭২ ও ২২।৭।৭২ নিমতিতায় মহেন্দ্রনারায়ণ স্মৃতি পাঠাগারে বাউল সঙ্গীত পরিবেশন করেন। প্রত্যেক স্থানেই প্রচুর শ্রোতার সমাগম হয়।

ভিয়েতনাম দিবস পালন

গত ২০শে জুলাই বামপন্থী যুব সংগঠনগুলির উদ্যোগে 'ভিয়েতনাম দিবস' পালন করা হয়। রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা থেকে এক যুব মিছিল শহর পরিক্রমা করে। যুব সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে চারজনের এক প্রতিনিধিদল মহকুমা-শাসক অফিসে যান। মহকুমা-শাসকের অনুপস্থিতিতে সেকেণ্ড অফিসারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং চারদফা দাবীর ভিত্তিতে একটি স্মারকলিপি তাঁর কাছে পেশ করেন। আলোচনা প্রসঙ্গে প্রতিনিধিদল এ ব্যাপারে অবিলম্বে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে অনুরোধ জানান। উক্ত অফিসার সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন বলে আশ্বাস দেন। আলোচনা শেষে সমবেত যুবকদের কাছে ডি, ওয়াই, এফ এর পক্ষে ইভাফ হোসেন ও আর, ওয়াই, ও-এর পক্ষে প্রদ্যোত মুখার্জী ভিয়েতনাম দিবস পালনের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করেন।

আজিমগঞ্জে আবদুস সাত্তার

আজিমগঞ্জ ২৪শে জুলাই—গতকাল আজিমগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটি ময়দানে এক বিরাট জনসভায় ভাষণ দেন রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী শ্রীআবদুস সাত্তার। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন যে পঃ বঙ্গে মোট ৫০টি কমন মারকেট সরকারী ভাবে খোলা হবে। তার মধ্যে এই জেলার ধুলিয়ান, জিয়াগঞ্জ এবং কাশিমবাজারে তিনটি মারকেট খোলা হবে। যে সব কলেজে একটি মাত্র শিফট চালু আছে সেই সমস্ত জায়গায় বি, টি কলেজ খোলা হবে।

আজিমগঞ্জ—জিয়াগঞ্জ যুব-কংগ্রেসের পক্ষ থেকে গঙ্গা পারাপারের সুবিধার জন্য একটি দাবী সম্বলিত স্মারকলিপি শ্রীসাত্তারের নিকট পেশ করা হয়।